দৈনিক খবর

তারিখ 22 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ১ ...

ইংরেজীকে ঐচ্ছিক বিষয় করার চিন্তা চলছেঃ শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক বিষয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক মাধ্যম হিসেবে চালু করার কথা বিবেচনা করছেন। তিনি বলেন, জনগণ এখন বুঝতে পেরেছেন যে, ইংরেজীতে দুর্বল হলে তারা বিশ্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।

মন্ত্রী রোববার বাংলাদেশ শিশু

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

ইংরেজীকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একাডেমী মিলনায়তনে কচিকাঁচার কণ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। ডঃ মিজানুর রহমান শেলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে শিশু একাডেমীর সাবেক চেয়ারম্যান মিসেস জোবেদা খানম ও শেখ আবদুল হাকিম বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বেসরকারী খাতের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের সরকারীকরণ শুধু শিক্ষকদের বেতনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কিন্তু উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করে না— এ উপলব্ধি থেকেই সরকার সরকারীকরণ কর্মসূচী স্থগিত রেখেছেন।

ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ২৪-৩০ বছরের যে সময়টা মানুষের কাজ করার উপযুক্ত সময়, সেই সময়টুকু বিরোধী দলের ঘন ঘন হরতালের কারণে শিক্ষাঙ্গনে কাটে, ফলে শিক্ষার্থী নিজেও বঞ্চিত হয়, সমাজও তার কাছ থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

পরে মন্ত্রী বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ রোববার ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক এ কে এম শহিদুল্লাহ-এর নেতৃত্বে শিক্ষামন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এর সাথে তার অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। উল্লেখিত [illegible]রীক্ষা এবং তার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রতিনিধিসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কমিটি যথাশীঘ্র তাদের রিপোর্ট পেশ করবে।